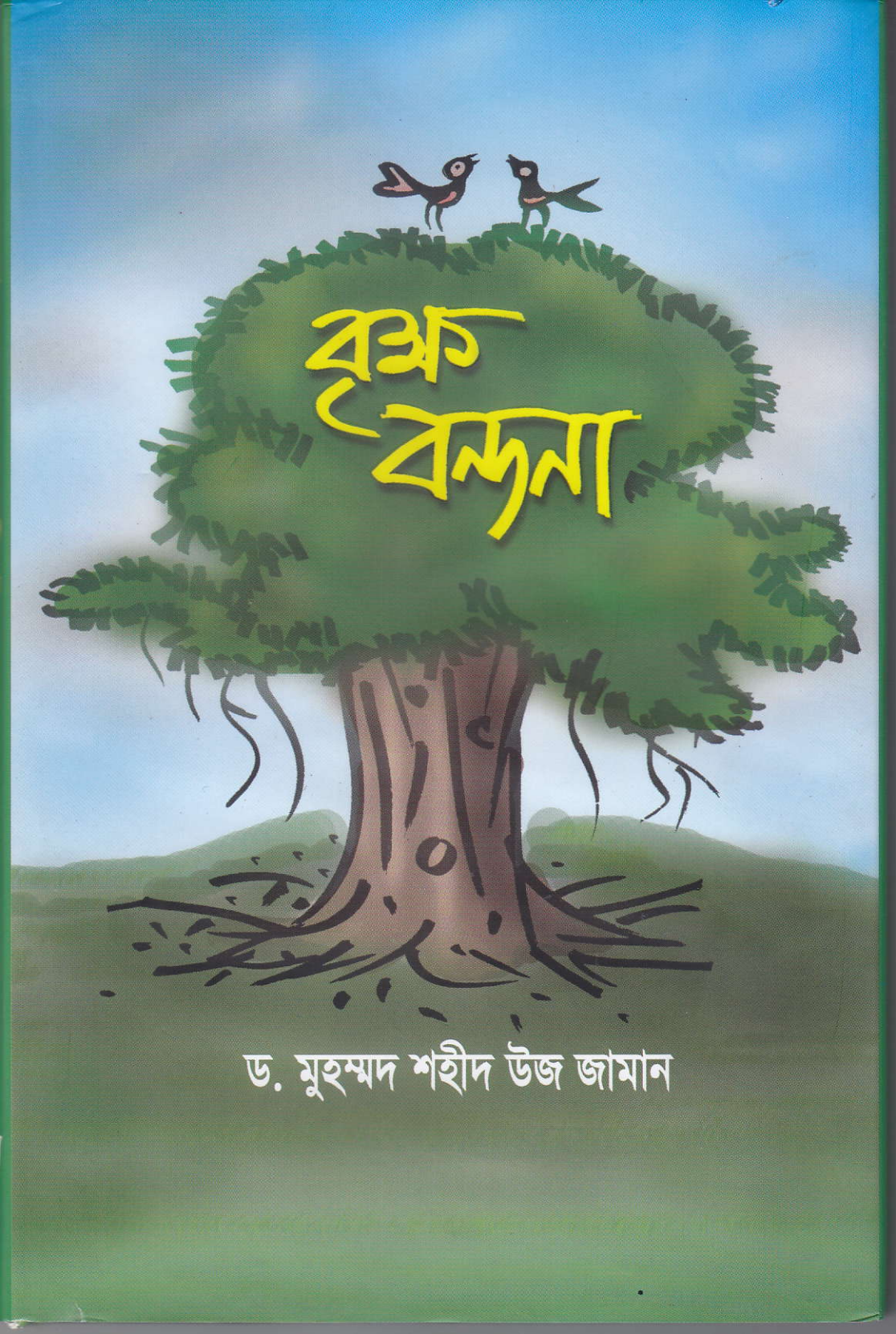
বৃক্ষ বন্দনা
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

বৃক্ষ বন্দনা

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

উৎসর্গ

ভালোবাসার নৌকা সাগর পাড়ি দেয়
ভালোবাসার সাম্পান মহাসাগর ডিঙ্গায়
ভালোবাসার তরীতে আমৃত্যু বসবাস

প্রিয়তমা স্ত্রী সেলিমা আখতার
অনন্তকাল আমাদের ভালোবাসার পথচলা।

বৃক্ষ বন্দনা
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

প্রথম প্রকাশ
একুশের বইমেলা ২০১১
ফাল্গুন ১৪১৭

স্বত্ব
সেলিমা আখতার

প্রকাশক
গদ্যপদ্য
৪১ (নিচতলা) কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা- ১২০৫
ফোন : ৮৬১৩৭২৮, মোবাইল : ০১৭১৬০২৫১০৮

পরিবেশক
মুক্তচিন্তা প্রকাশন

প্রচ্ছদ
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

মুদ্রণ
নক্ষত্রপল্লী

৮০ টাকা
US $ 4

ISBN : 978-984-33-2524-2

সূচীপত্র

আমাদের যাদুঘর ০৯
এক মুঠো সুখের প্রত্যাশা ১০
বৃক্ষ বন্দনা ১১
আমাদের শৈশব ১৩
স্বপ্নাদেশ ১৫
বকুল অথবা ভাঁটফুলের কাব্য ১৬
ভাবনাগঞ্জের কাব্য ১৭
হাল-গিরস্থির কাব্য ২০
নষ্ট যুবকের কাব্য ২৩
ইঁদুর বন্দনা ২৪
হাল ধরার বীজ মন্ত্র ২৫
নষ্ট বালিকা ২৬
আশ্বিনের পূর্ণিমা ২৭
অস্থিত্বে ঘূনপোকাদের রাস উৎসব ২৮
রোগ ভোগ পর্ব ২৯
চম্পক নগর ৩০
তটরেখা থেকে দিগন্ত রেখা ৩১
মাকাল ফলের জয় বাদ্য ৩২
আমাদের ইচ্ছেগুলো মারা যাচ্ছে ৩৩
প্রস্থান মানে বিদায় নয় ৩৪
ভালোবাসার দিনলিপি ৩৫
কবিরাজ কিংবা রাজকবি ৩৬
কৃতঘ্নতা ৩৭
ডিজিটালের কলরব ৩৮
পায়রাবন্দ ৩৯
ধুসর স্বপ্ন ৪০
বিরহ: অডেন্স ৪১
অন্ধকারের ছায়া ৪২
কানামাছি ভোঁ ভোঁ ৪৩
বিবেকহীন চেতনার রেলগাড়ী ৪৪
কবরের গহ্বর থেকে উঠে আসা সাদাকালো স্বপ্নগুলো রঙিন হয় ৪৫
মঙ্গার পাঁচালী ৪৬
ক্ষমতার স্বাদ-গন্ধপূর্ণ একটি আদর্শ রেসিপি ৪৭

আমাদের যাদুঘর

যাদুঘরে কেন যাবো?
যাদুঘরে যাবো না।
কবে কোন শতাব্দীতে
তলোয়াড়ের জোর কার কত বেশি ছিল
লক্ষ কোটি মানুষের দীর্ঘশ্বাস শোনার জন্য।
না আমি যাদুঘরে যাবো না।
এরা শৌর্যের বন্দনা করে
এরা শাষকের বন্দনা করে
এরা লুণ্ঠনের বন্দনা করে
এরা তস্করের বন্দনা করে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
তস্করের পোষাক-আশাক
দুর্বৃত্তের দুর্বৃত্ত যন্ত্র
শাষকের দম্ভ উপকরণ ছাড়া
যাদুঘরে আর কি আছে?

হাজার বছরের মানুষের কান্না
কিষাণ-কিষাণীর কান্না
ক্রীতদাসের কান্না
কামার-কুমার-জেলে-তাঁতীর কান্না
শ্রমিক আর মেহনতী মানুষের কান্না
পাথর চাপা দিয়ে গড়ে ওঠে যাদুঘর।
শাষকের যাদুঘর
তস্করের যাদুঘর
দুর্বৃত্তের যাদুঘর।

শাষকের যাদুঘরে আমি যাব না
তস্করের যাদুঘরে আমি যাব না
দুর্বৃত্তের যাদুঘরে আমি যাব না।

এসো, আমরা মেহনতী মানুষের যাদুঘর বানাই।
হাজার বছরের কিষাণ-কিষাণীর যাদুঘর
কামার-কুমার-জেলে-তাঁতীর যাদুঘর
আদিবাসী আর দলিত মানুষের যাদুঘর
আমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত যাদুঘর।

এক মুঠো সুখের প্রত্যাশা

মাটির নিকানো উঠোন
দখিনে জাত নিম
উঠোনে তুলশির ঝাড়
এক ফালি সবজি বাগান
পেঁয়াজ-রসুন আর লাউয়ের ডগা
মোটা তাঁতের শাড়ীতে টুকটুকে রাঙা বৌ
উঠোনে মাটিতে হাত পা ছুঁড়ছে ছোট্ট ফুটফুটে শিশু
দাওয়ায় বসে আয়েশী ভঙ্গিতে হুঁকোতে টান
এক মুঠো সুখের অনাবিল উৎসব।

আশ্বিনের পূর্ণিমাতে মেঠো সুরের মুগ্ধতা
অগ্রহায়নে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা
মাঠে মাঠে আকুল করা ধান কাটা উৎসব
প্রথম প্রভাতে ভাঁপা পিঠা আর নারকেল
খড়ের গাঁদায় আয়েশী কুকুর ছানা
নিশ্চিন্তপুরের পথে পদযাত্রা।

পৌষের শুরুতে সত্যপীরের গান
কালির মেলায় যাত্রাপালা
ধামের গান আর লক্ষীপূজোর উৎসব
ভাওয়াইয়ার উঁচু-নীচু সুরে আকুল করা মুগ্ধতা
মিষ্টি আলু আর আগুনে ঝলসানো কলাই
সঙ সাজা অভিনেতাদের পথচলা
আনন্দ নগরের ঠিকানায় পৌছে দেয়।

উঠোনের এক কোনে রক্তজবা
বাঁশের মাচায় শিমফুলের সাথেই মাধবীলতা
কাঁঠালীচাঁপা আর গন্ধরাজ
বেলী-হাসনাহেনা-সন্ধা মালতীরা
পারিজাত এভিন্যুর একটিই পথ।

পড়ন্ত বেলায় ঝপ করে অস্তাচলে সূর্য
উলুধ্বনী আর আযানের সুর।
পাটিতে কুপির আলো
ধারাপাত, স্লেট-পেন্সিল
নিশাচর পাখিদের ডাক
প্রথম প্রহরের ঘন্টাধ্বনী বাজায় শৃগালেরা
দুঃশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন।

বৃক্ষ বন্দনা

হে বৃক্ষ
তোমার মতো আমাকে ধৈর্য্য দাও।
যেভাবে কাঠুরের কুঠারের আঘাতেও
অবিচল ধৈর্যে নিঃশেষিত বৃক্ষ
তোমার অবিচল ধৈর্য্য দাও।

হে বৃক্ষ
তোমার মতো আমাকে আশ্রয়দাতার সামর্থ্য দাও।
যেভাবে তুমি শান্তির ছায়া দাও ক্লান্ত পথিককে
মৃদু সমীরনে শ্রান্ত পথিকের নিপাট শান্তি
প্রবল বরিষন কিংবা উন্মত্ত ঝড় থেকে বাঁচাও
আমাকেও আশ্রয়দাতার সামর্থ্য দাও।

হে বৃক্ষ
তোমার হৃদয় উজাড় করা ফল
আমাদের বাঁচিয়ে রাখে-শক্তিতে, সামর্থ্যে।
তোমার রসালো ফলের আস্বাদন
আমাদের সন্জীবনী সূধা
আমাকেও ফলবান করো-সকলের জন্য।

হে বৃক্ষ
তোমার অবিচল মেরুদন্ড সোজা করা সাহস;
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়।
তুমি কখনো নতজানু নও-কখনো পরাভূত নও
দানবের কাছে নয়-শোষকের রক্তচক্ষুতেও নয়
আমাকেও মেরুদন্ড দৃঢ় করার পথ দেখাও
সকল অপশক্তির বিরূদ্ধে।

হে বৃক্ষ
তোমার উচ্ছল, প্রাণবন্ত সজীবতা দাও।
উৎসবের-আনন্দের প্রত্যয়ী সজীবতা;
আকুল করা সজীবতা
তোমার সজীবতা আমাদের সতেজ করে
বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা যোগায়।

হে বৃক্ষ
তোমার মতো ধৈর্য্য দাও
আশ্রয়দাতার সাহস দাও
বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য দাও
দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোবল দাও
প্রাণবন্ত সজীবতা দাও।

আমাদের শৈশব

আমাদের শৈশবগুলো সোনায় বাঁধানো ছিল না
সোনা কিংবা রূপোর চামচের স্বাক্ষাত মেলে নি
অনেক পোষাকের ছড়াছড়ি নয়
খেলনা বলতে চার আনার কাগজের ঘূর্ণি
বাতাবী লেবুর শক্ত ফুটবল
দশ পয়শার হাওয়াই মিঠাই অথবা লাঠি লজেন্স
ঝাল-টক-মিষ্টির তীব্র আস্বাদনে হজমী জারক
তারপরও আমাদের শৈশবগুলো উজ্জ্বল আলোয় ভরা।

সংক্রান্তি আর বিজয়া দশমীর মেলা
খড়ের গাঁদায় বসে 'দি রওশন সার্কাস'
বাঘ-ভালুক আর বাঁদরের উল্লাস।
এক হাতে সোলার খেলনা আরেক হাতে গুড়ের জিলাপী
ভর সন্ধ্যায় বাবার হাত ধরে ফিরে আসা
আমাদের শৈশব। আহা! সোনালী শৈশব।

শবে বরাতের রাতে হালুয়া রুটি
মসজিদে মসজিদে কলাপাতায় ফিরনী
রাতভর মুক্ত বিহঙ্গের মত দল বেঁধে ঘোরা
ক্লান্ত শরীরে নিমিষেই নিদ্রা।
আমাদের শৈশব। বিস্ময় ভরা শৈশব।

একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে সারি বেঁধে শহীদ মিনার
বুকে কালোব্যাজ, মুখে 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো'
হৃদয়ে সালাম-বরকত-রফিক-জব্বার।

পয়লা বোশেখে সারারাত পীচঢালা পথে আলপনা আঁকা
পান্তা-ইলিশ আর টকটকে মরিচের আলুভর্তা
কাদা মাটিতে উৎসব, উল্লাস
পিচকিরিতে রঙের বাহার।

পউষের পিঠা-পার্বন
গোরুর গাড়ীতে গ্রামের বাড়িতে যাত্রা
ইস্কুল নেই-কেবলই উৎসব

ভোরবেলা ওম ওঠা ভাঁপা পিঠার ঘ্রাণ
বছরের শুরুতে নতুন বই'র আস্বাদন
পুরনো ক্যালেন্ডারে চকচকে মলাট
সুলেখা কালিতে কলমে হাতে খড়ি
কুকীজ বিস্কুটের জিভে জল আসা ঘ্রাণ।

ঈদের আগের রাতে সারারাত জেগে থাকা
নতুন লাল জামা আর স্পঞ্জের প্রতি মুগ্ধতা
মায়ের হাতে বানানো সুজি, হালুয়া, সেমাই
এক সাথে ঈদের নামাজ, কোলাকুলি, সোলার ঘূর্ণি।

আমাদের শৈশব
আমাদের সোনা মাখা শৈশব
আমাদের উচ্ছল, উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত শৈশব।

স্বপ্নাদেশ

ভাইসব।
আমাদের সব কিছু ভালো।
আমাদের কথা এবং কাজ
এমনকি অকাজগুলোও মহত।

আমাদের রঙিন পানীয় এবং নুপুরের শব্দও দেশবাসীর জন্য।
টাকাপয়সা তো হাতের ময়লা
ময়লা-আবর্জনা গুলো সরানোর জন্যই তো ওগুলো আমাদের কাছে।

আমাদের নিদ্রা তো সর্বোত্তম।
কেন?
হাদিসে পড়েন নি?
জ্ঞানীর নিদ্রা মুর্খের হাজার বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম;
সে জন্যই আমাদের সুখ নিদ্রা।
নিদ্রাতে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে জেগে উঠি।

ভাইসব
পবিত্র আত্মার মত আমাদের স্বপ্নাদেশ।
স্বপ্নাদেশে আদিষ্ট হয়ে প্রতি শুক্রবার ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে গমন।
নতুন পীরের আগমন বার্তা
নদী নেই পথ নেই তবু কালভার্ট।
আরে ভাই। স্বপ্নাদেশ পূরণের অঙ্গীকার।

ভাইসব
স্বপ্নাদেশ বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ
আপনি চাইলেও
অথবা না চাইলেও।
স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েই বিদ্যুত না থেকেও বিদ্যুতের খুঁটি
বিলের মধ্যে উড়োজাহাজের বিশাল বন্দর।

ভাইসব
আমাদের জীবন আপনাদের জন্য
তবুও আপনারা কিছুই বোঝেন না।
একেই বলে 'উলুবনে মুক্ত ছড়ানো'
যত্তসব। পাবলিক।

বকুল অথবা ভাঁট ফুলের কাব্য

আজকাল আর ফুলের বাগিচা নেই
আছে চমৎকার সাজানো-গোছানো ফুলের দোকান।
হাই ব্রীড ফুলের দোকান
গন্ধ-বর্ণ হীন রকমারী গোলাপের পসরা সাজিয়ে
দোকানীরা অপেক্ষমান।
ফুলের বাগিচা নেই, নেই আকুল করা গন্ধ।
মাদকতাভরা মহুয়া কোথায়?
প্রাণ আনচান করা বকুলেরা
অথবা পড়ন্ত বিকেলে অবহেলার ভাঁট ফুল?
মাঠ ভরে গোলাপের চাষ।
কীটনাশকের গোলাপ
রাসায়নিকের গোলাপ
ভিটামিনের গোলাপ
প্রিজার্ভেটরের গোলাপ
হাই ব্রীড গোলাপে গুলেস্তাঁর স্মৃতি নেই।
আনারকলির কাব্য নেই
কিংবা বাড়ির কাছে বলদা গার্ডেন।

এসো আজ বকুলের জন্য প্রার্থনা করি।
এসো আজ মহুয়ার জন্য প্রার্থনা করি।
এসো আজ কদমের জন্য প্রার্থনা করি।
এসো আজ ভাঁট ফুলের জন্য প্রার্থনা করি।
কীটনাশক মুক্ত বকুলের জন্য
রাসায়নিক মুক্ত মহুয়ার জন্য
ভিটামিন মুক্ত কদমের জন্য
প্রিজার্ভেটর মুক্ত ভাঁটফুলের জন্য।

ভাবনাগঞ্জের কাব্য

এইখানে এই কুলিকের পার ঘেঁষে
বাঁশ পাতারীর উত্থাল-পাথাল চলা
এইখানে এই ভাবনাগঞ্জের হাটে
লাঙ্গল-জোয়াল আনাজপাতির মেলা॥

টংক নাথের ঐরাবতের পালে
মাহুতপাড়ায় শিশুদের কলতান
কালিমন্দিরে ঘন্টা বাজছে আজ
লোটাকম্বল ছুটছে সতেজ প্রাণ॥

কুলিক পেরিয়ে ছোট্ট সাঁকোটা
তার তীর ঘেঁষে মিনারের তাজ
ছোট্ট হাউসে রঙ্গীন মাছেরা
আযানের সুরে কত কারুকাজ॥

হাটুরেরা ফিরে গোধূলী বেলায়
পসরা গুটায় দোকানীর দল
আনা-কড়ি-পাই মিলছে না আজ
দুরে বহুদুরে বাজছে মাদল॥

বাঁশ বাগানের পাশ দিয়ে যেতে
আলোক ছড়ায় আধখানি চাঁদ
আলো-আঁধারীর মিলন-মেলায়
দুঃখ সুখের ভেঙ্গেছে বাঁধ॥

বাড়ি ফিরতেই ছোট্ট শিশুরা
ঘিরে ধরে থাকে খুঁজে মিঠাই
মদন মোহন তর্কালংকার
থাকপড়ে থাক হোক না কামাই॥

এমনি করেই দিন চলে যায়
রাত কেটে যায়, আসে সকাল
ফসলের মাঠে সোনালী সূর্য
হাতছানি দিয়ে ডাকে মহাকাল॥

একফালি জমি, নিকানো উঠান
ফসলের গোলা, এমন স্বপন
সব নিয়ে যায় জোতদারেরা
স্বপ্নের বীজ হয় না রোপন॥

এত যে কষ্ট, এত যে ফসল
তাতেও চাষীর নেই অধিকার
দুইভাগ পাবে ভূস্বামীরাই
একভাগ দিয়ে হয় না আহার॥

এমন দিনেই লাল পতাকার
ডাক দিয়ে যায় কঙ্করাম
'লাঙ্গল যার জমি তার'
মিলেছে এবার রহিম-রাম॥

ভূস্বামীদের রক্ত চক্ষু
শাষকের হাতে ওঠে চাবুক
প্রতিরোধ গড়ে কিষাণ-কিষাণী
থাকবে না আর তারা বিমুখ॥

এভাবেই ছুটে আকালুর দল
ভাঙ্গবে এবার শোষনের জাল
ফসলের মাঠে সোনালী সূর্য
হাতছানি দিয়ে ডাকে মহাকাল॥

ঘুরে দাঁড়ানোর দিনগুলোতেই
নতুন যুগের সূচনা আবার
কিষাণের চোখে আলোকের ছটা
মিলিয়ে যাচ্ছে এলো আঁধার॥

ধর্মের নামে কৌমের নামে
নোতুন ধারার অত্যাচার
কিষাণের মনে কষ্ট বাড়ায়
বেড়ে যায় শুধু অনাহার॥

আবারো স্বপ্ন, মুক্তির গান
কুলিকের তীরে স্বপ্নের জাল
ফসলের মাঠে সোনালী সূর্য
হাতছানি দিয়ে ডাকে মহাকাল॥

প্রগতি ক্লাবের তরুনেরা ছুটে
গানে ও নাটকে মুক্তির গান
মুনীরের লেখা 'কবর' নাটকে
উজ্জীবিত বাঙ্গালীর প্রাণ॥

রাজবাড়ী থেকে মেঠো পথ ধরে
ভাবনাগঞ্জের হাট
মঞ্চ নেই তো অসুবিধা কি
পুরো দেশ আজ নাটকের মাঠ॥

বাঁশিতে বাজছে বিপ্লবী সুর
মাদলে বাজছে বাঁচার সানাই
কালীবাড়ী থেকে মসজিদ তক
পোহাতু চলছে সাথে কানাই॥

ডাক এসে গেছে, মুক্তির ডাক
রেসকোর্স থেকে রাউথ নগর
ভাসছে মানুষ মুক্তির ডাকে
ভাঙ্গবাড়ী থেকে বাংলাগড়॥

রক্তে ভেসেছে মুক্তিপাগল
খুনিয়াদীঘিতে রক্তের বান
নতুন দিনের ভোরের জন্য
সবে মিলে ধরি মুক্তির গান॥

এমনি করেই স্বাধীনতা এলো
ভাবনা গঞ্জে হাটুরেরা আজ
হাডুডু খেলায় মিলেছে সকলে
পরণে সবার রঙ্গিন সাজ॥

ভাবনাগঞ্জের ভাবনার দিন
আজও ফুরায়নি, ফুরাবে কি কাল?
কুলিকের বুকে ফসলের মাঠ
কিষানের চোখে স্বপ্নের জাল॥

হাল-গিরস্থির কাব্য

রাতের শেষে সুবেহ সাদিক
হাল-গিরস্থির পালা,
গোরু চোরের উপদ্রবে
নিত্য নতুন জ্বালা।

হাইব্রীড বীজ, সেচ যন্ত্র
পোকা-মাকড়-আইপিএম,
ইউরিয়া নেই, বাজার চড়া
সিন্ডিকেটের মজার গেম।

বর্গিরা নেই, রসুন বুনে
কর্জ শোধার দিন শেষ,
চাষার তবু অস্থিরতা
কাটছে নাতো কষ্ট ক্লেষ।

অনেক ফসল, সোনার ফসল
দু'চোখ ভরা স্বপ্ন দিন,
শীষের মাঝে দুধ নেইতো
কেবল চিটা, বাড়ছে ঋণ।

কৃষি ঋণের বাড়ছে বোঝা
সার্টিফিকেট মামলা ঠুকে,
ব্যাংক কর্মীর চোখ রাঙানো
কষ্টের সেল বাজছে বুকে।

গোয়াল ভরা গোরু ছিল
গোলা ভরা অনেক ধান,
সে সব এখন গল্প গাঁথা
ইষ্টি কুটুম পায় না পান।

বড় ছেলের লেখাপড়ায়
হৃদয় জুড়ে অহংকার,
বিএ পাশের সার্টিফিকেট
উঁই পোকাতে করছে সাবাড়।

হাল-গিরস্থি মহান পেশা
কথায় কথায় নেতার বচন,
শোনার পরে করতালি
কানা ছেলেই পদ্ম লোচন।

সার মেলে না, তেল মেলে না
ধানের বাজার নামছে দ্রুত,
পরের জিনিষ-মূল্য বেশি
চাষার কষ্ট অবিরত।

সেই যে কবে ছিচল্লিশে
স্বপ্ন ছিল হৃদয় জুড়ে,
চাষার কষ্টের দিন ফুরোবে
সে সব কথা মনে পড়ে।

তেভাগা শেষ, পাকিস্তানের
যাঁতাকলের অনেক বছর,
ভিন দেশীদের দিন ফুরোলো
রক্তে রাঙা একাত্তর।

জমির সিলিং, চাষার সুদিন
লাল সবুজের জয়ের নিশান,
হাল-গিরস্থির স্বর্ণ যুগ
নতুন দিনের আহবান।

নতুন দিনের নতুন আশা
হবেই পূরণ গুনছে দিন,
রঙিন টিনের বাংলা ঘরের
স্বপ্ন দেখে, ঘুচবে ঋণ।

দিন চলে যায়, রাত চলে যায়,
মাস ঘুরে যায়, আসে বছর,
গোরুর মত জাবর কাটে
আর আসে না সুখের প্রহর।

মহামারী, বন্যা, খরা,
গোরু চোরের উপদ্রব,
বর্গি আসে নতুন সাজে
শিশুর কণ্ঠে কলরব।

নোতুন দিনের স্বপ্ন দেখা
কেবলমাত্র সময় ক্ষেপন,
হাল-গিরস্থির সময় কাটে
এবার ভীষণ বরিষণ।

হাল-গিরস্থির স্বপ্ন এখন
কষ্ট কেনার আরেক নাম,
মাঠের কিষাণ কাস্তে ছেড়ে
রিক্সা টানে অবিরাম।

নষ্ট যুবকের কাব্য

বালকের চোখভরা বিস্ময় ছিল
ভালোলাগার, ভালোবাসার কিংবা শুধুই আকর্ষণের।
বেনী দোলানোয় থির থির কেঁপে যায় টাঙ্গনের জল
ঘোড়ার মত দুলকী চালে অশোকের সব কিছু রঙ্গীন।
বাঁশ পাতারী মাছে বিস্ময়
আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমায় বিস্ময়
সরিষার হলুদ বনে আকূল করা গন্ধে বিস্ময়
কুয়াশা কেটে সোনালী কিরণে জেগে ওঠা কাঞ্চন জঙ্ঘায় বিস্ময়।

বালকের বিস্ময় বেড়ে ওঠে কিশোরের চোখে।
হালকা গোঁফের মাঝে বিস্ময়
বালিকার চোরা চাউনিতে বিস্ময়
দিগন্ত জুড়ে বিস্ময়, বিস্ময়, বিস্ময়।

শীতের সন্ধ্যায় হঠাৎ চায়ের সাথে গোল্ডফ্লেক সিগারেট
কিশোরের তরুণ হয়ে ওঠা।
নীল ছবির প্রতি উদগ্র কৌতুহল
রাতভর কোন তরুণীর চিন্তায় নিদ্রাহীন নিশিকাল
সস্তা পর্ণ গল্পের বার বার পঠন
তরুণের যুবক হয়ে ওঠা।

যুবকের চোখে কোন স্বপ্ন সেই
না বালিকার, না কিশোরীর না তরুণীর।
কোন ভালোবাসার কাব্য নেই
বাবা-মা-ভাই-বোন-বন্ধু বান্ধব কারো জন্য নয়
তবে, আছে
নিকষ রাত্রীতে বড় মাঠের কোনায়
ফেন্সীডিলের জন্য এক বুক ভালোবাসা।

ইঁদুর বন্দনা

নেংটি ইঁদুর কিংবা মেঠো ইঁদুর-ধেড়ে ইঁদুর
যে নামেই ডাকি-ইঁদুরের প্রজাতি তো একই।
হয়তো বা স্বভাব-চরিত্র-আকৃতি-প্রকৃতিতে ভিন্নতা।
দুনিয়ার সব ইঁদুর একত্রিত হয়ে ত্রাস হয়েছিল
হ্যামিলন নগরীতে-পুরো হ্যামিলন নগরীতেই।
কত ছোট্ট প্রাণী ইঁদুর-অথচ বেড়ালেরা
মানুষেরা এবং নগরীর মেয়র পর্যন্ত ভয়ে অস্থির।

ক্ষুদ্রতা তো নিঃসঙ্গতারই আরেক নাম,
ক্ষুদ্রতা তো বিচ্ছিন্নতারই আরেক নাম,
ক্ষুদ্রতা তো একাকীত্বেরই আরেক নাম।

ঐক্যে নেংটি ইঁদুরেরা বেড়ালের ত্রাস হয়,
সমতায় মেঠো ইঁদুরেরা মানুষের ত্রাস হয়,
শৃংখলায় ধেড়ে ইঁদুরেরা নগরীর ভীত কাঁপায়।

আজ আমাদের হ্যামিলনের ইঁদুরের ঐক্য চাই
আজ আমাদের পিঁপড়ার শৃঙ্খলা চাই
আজ আমাদের মৌমাছির একাগ্রতা চাই।

হাল ধরার বীজ মন্ত্র

রাজানগর, রাজবাড়ি অথবা চৌধূরী হাট
রায়গঞ্জ, মন্ডলাধাম কিংবা সৈয়দপুর
কত সব সুন্দর চমৎকার নাম,
অথবা মানুষের বসবাসের ধাম।
ইদানিং লাভ লেন, লাভ রোড তাও আছে।
কাব্যিক গোধূলীবাজার অথবা নিশ্চিন্তপুর
রামপুর কিংবা মোহাম্মদপুর
কোথাও বা ইসলামবাগ অথবা লক্ষীপুর।
মনে ধরে রঙ, তাই রংপুর কিংবা লালমনিরহাট
কিন্তু হালধরার বীজমন্ত্র কোথায়?
কোথাও খুঁজে পাইনা হাল নগর
অথবা বীজ নগর কিংবা বর্গাগঞ্জ
মাঝে মধ্যে আলেয়ার মত কিষাণ নগর অথবা ধানবাদ
অথচ ফলপুর নেই যদিও
রয়েছে কোথাও বা ফুলপুর।
চাঁদ সওদাগরের মত অনেক গল্প আছে
কিন্তু, তেভাগার গল্পগুলো আজ কোথায়?
মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো
প্রতিদিনের আলোচনায় কোথায়?
কবে কোন পক্ষ তিথিতে ভিন্নজগতে
কি হলো-না হলো তা নিয়ে কতই না আক্ষেপ,
অথচ, ভদ্রলোকের বৈঠক খানায়
হাল ধরার বীজ মন্ত্র নেই।

নষ্ট বালিকা

নষ্ট বালিকাকে কষ্ট দিয় না
নষ্ট মানুষকে কষ্ট দাও।
নষ্ট মানুষেরা পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়
কিন্তু, নষ্ট বালিকারা পুড়ে পুড়ে হিরকের দ্যুতি ছড়ায়
নষ্ট বালিকাকে কষ্ট দিয় না।

রাজহংসীর জল কেলিতে যেমন
কোন নোংরা জমেনা
সফেদ পাখা আরও ঝকঝক করে
নষ্ট বালিকারাও সঙ্গমে মলিন হয়না,
পুড়ে পুড়ে হিরকের দ্যুতি ছড়ায়।

নষ্ট মানুষদের কষ্ট দাও
শর ছুঁড়ে মারো- পেরেক ঠুঁকে দাও
পাজড়ের হাড়ে।
শকুনের উচিছষ্ট করো-ভাগাড়ে ছুঁড়ে দিয়ে,
নষ্ট মানুষেরা নীল জলে ঝকমকে বালিকাদের
কেবলই পোড়ায়।
নষ্ট বালিকাকে কষ্ট দিঅনা
নষ্ট বালিকা তো ক্রুসবিদ্ধ যীশুর মত

আশ্বিনের পূর্ণিমা

আশ্বিনের পূর্ণিমাতে
এসো অবগাহন করি।
থৈ থৈ চাঁদের রোদ্দুরে নিঃশ্বাসে কোলনের ঘ্রাণ,
আবিরের রঙমুছে সোনালী চাদর
মলিনতা ঢেকে দেয়, হৃদয়ের কালো দাগ মুছে যায়।

লক্ষীন্দরের লোহার ঘরে থাকুক হাজার ছিদ্র,
বেহুলা তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও
নাগিনীরা ফুল হয়ে বাসর সাজায়
চাঁদের রোদ্দুরে নাগিনীরা ফুল হয়।

ঢোল কলমীর পাতা দেখো পারিজাত হয়ে
সৌরভে ভরে দেয় কোলন নগর,
চাঁদের রোদ্দুরে ঢোল কলমীরা পারিজাত হয়।

আশ্বিনের পূর্ণিমাতে নেংটি ইঁদুর
অনায়াসে হেঁটে যায় বেড়ালের সাথে।
আশ্বিনের পূর্ণিমাতে হরিণের ছানা
খেলা করে কত সুখে শার্দুলের সাথে।

আশ্বিনের পূর্ণিমাতে
এসো অবগাহন করি
সব মলিনতা আজ কোলনের ঘ্রাণ,
নিঃশ্বাসে জেগে উঠে হৃদয়ের গান।

অস্থিতে ঘৃণপোকাদের রাস উৎসব

অবেলায় হাটে পৌঁছে কেবলই পন্ডশ্রম
মাছের বাজার বন্ধ, মেছুয়ারা কড়াক্রান্তির হিসেবে ব্যস্ত
আনাজপাতির দোকান যদিও বা খোলা।
দোকানীর ব্যস্ততা কম, সবুজ ডগাকে টিকিয়ে রাখার
অবিশ্রাম চেষ্টা। ঝপাঝপ জলের ঝাপটা।
আজকাল আর 'অল্প কড়ি যার, পোকা বেগুন তার' তত্ত্বের
দিন নেই; অল্প কড়িতে নষ্ট বেগুনও মিলবে না আর।

অবেলার ভাঙ্গা হাটের ব্যর্থ হাটুড়ে আমি।
চারিদিকে নেই, নেই, কিছু নেই।
অস্থিতে, মজ্জায়, মগজে ঘৃণপোকাদের বসবাস।
তাদের সভা, পাল্টা সভা, ১৪৪ ধারা,
গ্রেনেড, বোমা বিস্ফোরণ, হরতাল আর
হরতাল-নৈরাজ্য বিরোধী মিছিল।

অস্থিতে ঘৃণপোকাদের রাস উৎসব
মজ্জায় ঘৃণপোকাদের রাস উৎসব
সর্বত্রই ঘৃণপোকাদের রাস উৎসব।

রোগ ভোগ পর্ব

সারি সারি বেড পেরিয়ে
বিলাস বহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক কেবিন।
সব শয্যাতেই সফেদ চাদর
সব শৈল্য চিকিৎসাতেই লাল রক্ত
সব বেডে আর কেবিনেই একই কষ্ট।
কষ্ট, কষ্ট এবং কষ্ট
বেঁচে থাকার জন্য বাঁকা চাঁদের মত কষ্ট নিয়েও যুদ্ধ
সুখ ভোগ পর্ব আর রোগ ভোগ পর্বের মৌল তফাতটা কি?
মধুচন্দ্রিমা, অথবা চিন্তাকর্ষক বিশ্রামের দিনগুলো
অথবা উৎসব এবং উৎসবের দিনগুলোর
'ভোগ পর্বের' সুখটা হাওয়াই মিঠাই এর মত।
মুহূর্তে অতবড় গোলাপী মিঠাই মুখ গহবর অথবা
বাতাসে মিলিয়ে যায়।

রোগ ভোগ পর্বে সুখ ভোগ পর্বের স্বপ্নের মায়াজাল।
একটু সুস্থ্যতার জন্য সুতীব্র আকূতী।
ফেলে দে'য়া জীবনের চৌদ্দ আনার অপচয়,
অপব্যয়ের মনোঃ কষ্ট।
দিন যায় পাতাঝড়া দিনগুলো।
দিন যায়, পেঁজা তুলো ছিটানো দিন।
দিন যায়, সর্ষে ফুলের আকুল করা গন্ধ, বর্ণের দিন।
দিন যায়, ঘন কুয়াশায় গভীর রাত্রে ধুমপানের সুখময় দিন।
দিন যায়, আলো করা দিনে কালো করা বাদলের দিন
রোগ ভোগ পর্বে, বারবার মনে পড়ে
এই দিনগুলো ফিরে পাবার জন্য কিছুটা জীবন চাই
ভালোবাসার মানুষকে না বলা কথাগুলো বলার জন্য কিছুটা জীবন চাই

চম্পক নগর

কড়ির দিনতো সেই কবেই ফুরিয়েছে
তবু কেন কড়াক্রান্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ?
সেই কবে অবেলার বটতলার ভাঙাহাটে
শুভঙ্কর ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে চম্পক নগর
তার আর খোঁজ মেলে নি।
বিষ্টিতে আর ইষ্টিদের দেখা মেলে না।
কুটুমের আগমনে উচ্ছাস কোথায়?
অবেলায় উনুন ধরানোর অনেক জ্বালা
তারচাইতে দ্রুত খাবারের কত রকমারী আকর্ষণ।
অতিথি সৎকার নাকি বৈষ্ণব পদাবলী;
অথবা গাদা গাদা পারিজাত উৎসবে চম্পক নগর,
নেই নেই চম্পক নগর।
চম্পক নগর হয়ে গড়ের মাঠ পেরিয়ে
ভরদুপুরের শুন্য ময়দান।
বার বার পিছু ডাকে চম্পক নগর।

তটরেখা থেকে দিগন্ত রেখা

দিন শেষে অবয়ব অস্পষ্ট
ছায়া ছায়া না কি কেবলই মায়া?
জোনাকির আলো আঁধারীতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কলতান,
কেবলই দিন শেষের কাব্য গাঁথা।
একদা সোনার পালংক ছিল
একগাদা সহিস, গাড়োয়ান এবং মাহুত,
গ্রামের নামই হয়ে রইলো মাহুতপাড়া।

আজ সোনার পালংক নেই
এমনকি নেই পাখোয়াজও
ঐরাবত নেই, অশ্বের ক্ষুরধ্বনি আর
মাতিয়ে তোলে না ভাবনাগঞ্জের হাট
তবুও থেকে গেছে মাহুতপাড়া।

রানী নেই, নেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যাও
এমনকি কোতোয়াল পুত্রও নেই
থেকে গেছে রানীশংকৈল।

হরিসভা আর নামযজ্ঞ কীর্তনের
মেঠো সুর কবেই বিস্তৃত
মাঝে মধ্যে ঢোলকের বাদ্য,
কুয়াশার মত অস্পষ্ট মনে করিয়ে দেয় হরিপুর,
আমাদের হরিসভার হরিপুর।

কুলিকের স্রোতধারা আজ
বোরো ধানের দিগন্ত জোড়া মাঠ
বাম-ফলি আর চিতলেরা কোথায়?
কোথায় খালিশা, চেলি আর ভেঁদা?
ভাবনাগঞ্জের হাটে বসে
তটরেখা ধরে দিগন্ত রেখা সন্ধান।

মাকাল ফলের জয়বাদ্য

বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়
এমন অমৃত চরণাবলীর কাল বিদায়
পন্ডিত মশাই'র টোলগুলো শুধুই স্মৃতি
আজকাল বৃক্ষের পরিচয় তো ফলে নয়।
একই বৃক্ষে কত ফল।
কাঠ বৃক্ষে রসালো ফলের বাহার
ভেষজ বৃক্ষে চমৎকার আসবাব
অথবা ফলজবৃক্ষে কুঞ্জবন
একই অঙ্গে কত রূপ কিংবা একই রূপের কত অঙ্গ
বৃক্ষ চেনার উপায় নেই।
লোকারণ্যে অরণ্য খুইয়েছে জাত-কূল।
'মাকাল ফল দেখতে ভালো
উপরে লাল ভেতরে কালো'
ভেতরের কৃষ্ণত্ব আবিস্কারের দিন শেষ,
প্রহর-অহ্ন-তিথি-নক্ষত্র পঞ্জিকা ঘেঁটে লাভ নেই
মদন মোহন তর্কালংকারের বিদায়ী অনুষ্ঠান সমাপ্ত
ভেতরের কৃষ্ণত্ব আলোতে ঢেকে যায়
ঝাড়বাতির ঔজ্বল্যে মাকালের আকর্ষণ
মুগ্ধ, বিমোহিত, বশংবদ আম-জনতা
কূর্ণিশ করে, নতজানু হয়।
চারিদিকে জয়বাদ্য বাজে মাকাল ফলের এবং মাকাল ফলের।

আমাদের ইচ্ছেগুলো মারা যাচ্ছে

আমাদের ইচ্ছেগুলো মারা যাচ্ছে
তাদের ব্যবচ্ছেদের প্রস্তুতি সম্পন্ন;
মৃত্যুর পূর্বেই পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে
মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ বিষদভাবে বর্ণিত।

আমাদের ইচ্ছে ছিল সাম্প্রদায়িতকতা মুক্ত স্বদেশ
আমাদের ইচ্ছে ছিল রাজাকার মুক্ত স্বদেশ
আমাদের ইচ্ছে ছিল সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ
আমাদের ইচ্ছে ছিল বুটের চোখ রাঙানী মুক্ত স্বদেশ
আমাদের ইচ্ছে ছিল কিষাণ-কিষাণীর উজ্জ্বল স্বদেশ।

ইচ্ছেগুলো মারা যাচ্ছে
নাকি মারা যাচ্ছে বলা যাবে না, ইন্তেকাল করেছে;
যেভাবে আমাদের শব্দগুলো মারা যাচ্ছে
আবার মৃতরা হাড়গোড় মাংসল করে ফিরে আসছে
সারাদেশে কালো কালো বোরখার আবরণ
সারাদেশে কালো হাতে ফতোয়ার বিস্তার
হিল্লা বিয়ে আর প্রস্তর নিক্ষেপ
মৃতরা আবারও মাংসল হয়ে ফিরে আসছে।

আমাদের উৎসবগুলো মরে যাচ্ছে
আমাদের চেতনাগুলো মরে যাচ্ছে
আমাদের স্বপ্নগুলো মরে যাচ্ছে।

আবার মৃতরা হাড়গোড় মাংসল করে ফিরে আসছে
তথাকথিত পীরের আস্তিনে ঝুলে
ধর্মব্যবসায়ীদের টুপিতে চড়ে
টাউটের গ্রাম্য সালিশের কাঁধে ভর করে।
আমাদের ইচ্ছেগুলোতে জল দাও।
আমাদের ইচ্ছেগুলোতে শক্তি দাও।
আমাদের ইচ্ছেগুলোতে সাহস দাও।
সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত স্বদেশের জন্য-
রাজাকার মুক্ত মানচিত্রের জন্য।
জলপাই মুক্ত নিঃশ্বাসের জন্য
উচ্ছল-উজ্জ্বল কিষাণ-কিষাণীর জন্য ।

প্রস্থান মানে বিদায় নয়

অতঃপর পত্র পাঠ মাত্র বিদায়
বিদায় নাকি অন্তর্ধান
বিদায় বেলাতো সবসময় বেদনা দায়ক নয়
কখনো, কখনো আনন্দের বার্তাধ্বনী।

প্রস্থান মানে বিদায় নয়
বরং অন্যত্র আগমন অথবা শুভাগমন
যেমন প্রাথমিকের গন্ডি পেরুনো
নিম্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিকে শুভাগমন
মাধ্যমিক পেরিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক
অথবা স্নাতক, স্নাতকোত্তর।

স্বৈরশাষকের প্রস্থান
জনগনের আনন্দ উৎসব
ভন্ড নেতার প্রস্থান
জনগণের পরিত্রাণের আরেক নাম

তবে, কারো কারো জন্য প্রস্থান বিচ্ছেদময়।
রাধার জন্য কৃষ্ণের প্রস্থান
যাত্রীর জন্য রেলগাড়ীর প্রস্থান
বেঁচে থাকার জন্য জীবনের প্রস্থান।

অপেক্ষা- সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো
প্রেমিকার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা
ভোরের জন্য রাত্রীর অপেক্ষা
বৃষ্টির জন্য কৃষকের অপেক্ষা।

মিলনের আনন্দ সব সময় সুখকর নয়-
ক্ষুধার সাথে অনাহারের
বিপ্লবের সাথে আপোষকামীতার
জীবনের সাথে মৃত্যুর।

ভালোবাসার দিনলিপি

বঙ্গবন্ধু হল থেকে মৈত্রী হল
সমাজকল্যাণ ইনষ্টিটিউট
প্রতিদিন ক্লাস রুমে ভালবাসার কাব্য পাঠ
ক্লাস লেকচারগুলো বৈষ্ণব পদাবলী হয়ে যায়

ক্লাস শেষে ব্যালকনি আর কৃষ্ণচূড়ার সারি
আজ নীল শাড়ীতে বিশ্বের সবটুকু ঐশ্বর্য
তোমার চোখের তারায় আমার ভালবাসার মহাসাগর
তোমার চুলের ডগায় ভাসাই প্রেমের ভেলা।

নয়াপল্টন, শাহনেওয়াজ হল, নিউ মার্কেট
মল্লিক ব্রাদার্সের করিডোর
রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম
পূর্নেন্দু পত্রীর কথোপকথন
নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী
বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই।

চোখের পাঁপড়ীতে যোজন যোজন ভালবাসা
হাতের অনামিকায় দিবারাত্রীর কাব্য
তোমার ভ্রুকুটিতে ভূমিকম্পের রিখটার স্কেল আট
কেঁপে যায়-দুলে যায়-সবকিছু ভেঙ্গে যায়।

নীলক্ষেত, কাঁটাবনে পারিজাত'র পসরা
প্রতিদিন একটি গোলাপ
প্রতিদিন একটি গোলাপ
প্রতিদিন একটি গোলাপ।

গোলাপের সুবাতাস মৈত্রী হল থেকে বঙ্গবন্ধু হল
গোলাপ গাঁথায় নীরব থেকে সিলভানা
নীল শাড়ীতে হালকা জরির কাজ
ম্যাকডোনাল্ডসে উৎসব-বর্ণিল উৎসব।

ভালোবাসার নৌকা সাগর পাড়ি দেয়
ভালোবাসার সাম্পান মহাসাগর ডিঙ্গায়
ভালোবাসার তরীতে আমৃত্যু বসবাস।

কবিরাজ কিংবা রাজকবি

কবিরাজ কিংবা রাজকবি
কবিরা ভেষজ বাগানের পরিচর্যায় কবিরাজ হয়?
রাজদণ্ডের তল্পি বাহকেরা রাজকবি।
আজকাল রাজকবি নয়, চ্যানেল কবিদের যুগ
কিংবা চ্যানেল শিল্পী অথবা চ্যানেল উপস্থাপক।

কলপের নিঁখুত প্রলেপে প্রৌঢ়তা বিদায়
ক্যামেরার মুন্সীয়ানায় গুণী অভিনেতা
কেউ কেউ আবার ফোর ইন ওয়ান
কখনো গায়ক-কখনো নায়ক কিংবা উপস্থাপক
একঘেঁয়ে টকশো'র বিজ্ঞ সঞ্চালক
একই অঙ্গে কতরূপ কিংবা
একই রূপের অনেক অঙ্গ।

সর্বজ্ঞানীদের আসরে মুগ্ধ কিংবা বিরক্ত দর্শক
ম্যাজিক বাক্সের ম্যাজিকে নির্বাক স্বদেশ
আজকের বাণীগুলো আগামীকাল পাল্টে যাবে
নির্বোধ দর্শকেরা সমকালীনতা বোঝে না।

শিল্পীর কণ্ঠে শুনি সমকালীন বন্দনা
গতকাল ছিল এক বন্দনা
আজকে ভিন্ন বন্দনা
আগামীকাল নতুন বন্দনা।

সমকালীন সব কিছু সমকালীন
চিরকালীনের দিন ফুরিয়েছে
সময়ের সাথে পাল্টে যাই
মননে পাল্টাই
ইতিহাসে পাল্টাই
চৈতন্যেও পাল্টাই।

কৃতঘ্নতা

অকৃতজ্ঞতার অদ্ভুত জান্তব মেলা
অকৃতজ্ঞরা চারপেয়ে নয়।
পশুরা অকৃতজ্ঞ হয় না।
হিংস্র অথবা তৃণভোজী
ছোট, কিংবা মাংসল ঐরাবত
হায়নার হাসিকে যতই কালিমা দেয়া হোক
শৃগালের নামে ধূর্ততার যতই উপাধি জুটুক
গাধা বলে যতই বুদ্ধিহীনতার প্রতীক বানাই
অকৃতজ্ঞতার কোন বিশেষণে অভিষিক্ত করা যায় না।

পশুরা আচরণে পশু
পশুত্বকে কতই না নিকৃষ্ট বিবেচনা
অথচ পশুদের পশুত্বে অকৃতজ্ঞতা নেই
পশুদের অভিধানে অকৃজ্ঞতা অনুপস্থিত।

জানোয়ার বলে যতই শুদ্ধ গালি দেয়া হোক
জানোয়ার অকৃতজ্ঞ নয়।
মানুষের অভিধান থেকেও অকৃতজ্ঞতা অনুপস্থিত
কৃতঘ্নতা'র কি বীভৎস অনুপ্রবেশ।

আমাদের চারপাশে কৃতঘ্নতার মেলা
দুপেয়ে কৃতঘ্নের সারি
চমৎকার পোষাকে-কৃতঘ্নের দল
সুদর্শন কৃতঘ্নদের মিলন মেলা।

ডিজিটালের কলরব

হারাধন পন্ডিতের টোলের পাঠ চুকেছে সেই কবে
মাঠ পেরুলেই বন আর গাঁ পেরুলেই টোল
কড়া ক্রান্তির হিসেব কিংবা মদনমোহন তর্কালংকারের 'পাখি সব করে রব'
আজকাল ডিজিটাল বাংলাদেশ
টোল চুকেছে
গুটিয়েছে পাঠশালা
কড়া ক্রান্তির নেই প্রয়োজন
বাঁশের-খাগের কলমও নেই
পাঠশালার নামতার সুর নেই
সন্দীপন পাঠশালাও বিদায়
ডিজিটাল বাংলাদেশে ক্যালকুলেটরের বিদায় ঘন্টা
থ্রিডি-মাল্টিমিডিয়া-কম্পিউটার।

কম্পিউটারের গ্রাফিকসে মাউসের খেলা
নামতার কলরব নেই
ধুধু মাঠে হাডুডু-অপেনটি বায়স্কোপ
লাটা কিংবা বৈঁচির ফল
পুরো মোঠোপথ জুড়ে ভাঁট ফুল
ঘাসফড়িং আর মাছরাঙার উল্লাস।

কম্পিউটারের স্ক্রিনে চমৎকার ড্রইং
টেলিভিশনে স্টার জলসা
অকস্মাৎ বিদ্যুতের বিদায় এবং আইপিএস
বিজ্ঞাপনে ম্যাংগো জুস।

ইলশে গুঁড়ি বিষ্টিতে ইষ্টি কুটুম নেই
ডিজিটাল ক্যামেরায় শীর্ণ নদী তট
মোবাইল স্ক্রীনে ডিজিটাল বাংলাদেশ।

পায়রাবন্দ

ভবানী পাঠক থেকে নুরুলদীন
অনেক অনেক ধু ধু তামাকের মাঠ
দেবীগঞ্জ, ডোমার, জলঢাকা হয়ে নীলফামারী
সৈয়দপুর, পাগলাপীর, তারাগঞ্জ থেকে রঙ্গপুর।

রঙ্গের রঙ্গমঞ্চ রঙ্গপুর
রঙীন স্বপ্নে ভরা রংপুর।
আমাদের ভালবাসার তামাকের শহর রংপুর
রংপুর -বগুড়া মহাসড়কে
মডার্ণ মোড় পেরিয়ে, বৈরাতীর চালা পেরিয়ে
পায়রাবন্দের পীচঢাকা মেঠো পথ
ভালাবাসার কিলোমিটার যায় যায় কেটে যায়।
বেগম রোকেয়ার পায়রাবন্দ
মানবতার চারণভূমি পায়রাবন্দ
আমার মায়ের, আমার বোনের পায়রাবন্দ
আমার জীবন সঙ্গীনীর, আমার কন্যার পায়রাবন্দ
আমার পিতার, আমার ভাইয়ের পায়রাবন্দ
আমার বন্ধুর, আমার পুত্রের পায়রাবন্দ
নিমিষেই অস্তিত্বের সুতা ধরে টান দেয়।

এ এক অদ্ভুত পোড়োবাড়ী
নেই নেই চিহ্ন নেই অস্তিত্ব নেই
ভালোবাসার কাব্যগাঁথা কি অদ্ভুত ভাবেই তাড়িত
ক্ষমা করুন, মহিয়সী মা আমার,
কি অকৃতজ্ঞ সন্তান তোমার।

ধুসর স্বপ্ন

বালকের চোখভরা স্বপ্ন ছিল।
অনাগত যুব কালের স্বপ্ন
নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন
সুন্দর সাজানো গোছানো ড্রয়িংরুম
ঝাড় বাতির উজ্বল আলোভরা স্বপ্ন।
বালকের ভালবাসার স্বপ্ন ছিল
বোগেনভেলিয়ায় মোড়ানো- অর্কিড ঝোলানো বারান্দার স্বপ্ন।
বরষায় কদমের স্বপ্ন
শরতে কাশফুলের স্বপ্ন
হেমন্তে রাশি রাশি সোনালী ধানের স্বপ্ন
শীতে কসমস আর ডালিয়ার স্বপ্ন
পুরো বসন্ত জুড়ে শিমুল আর কৃষ্ণ চুড়ার স্বপ্ন।

লাল-নীল-রঙ বেরঙের প্রজাপতির স্বপ্নগুলো
ঘাস ফড়িং এর মনের সুখে নাচনের স্বপ্নগুলো
টুনটুনির এক মনে নেচে যাওয়ার স্বপ্নগুলো
ঘুঘু পাখির উদাস করা গানের স্বপ্নগুলো
আজ কেবলই গোধূলী বেলার গল্প।

বিরহঃ অডেন্স

কুয়াশার অস্পষ্ট চাদরে ঘুমন্ত শহর ঠাকুরগাও
শীর্ণ টাঙ্গন আর ন্যাড়ামাথা শিমুল তলা
পিছু পিছু ডেকে চলে দুরামারি কান্দর।
ভাবনাগঞ্জের হাট থেকে কতদুর নিশ্চিন্তপুর
জিঁউ জিঁউ গোবিন্দজী, জয় রাধে গোবিন্দ।
পাতাঝড়া শেষ হয়ে নিস্প্রাণ কাচাড়ীর পাকুড়ের শাখা
রাতজাগা শুক-সারি চুপি চুপি কথা বলে যায়।

এণ্ডারসনের রূপকথা ঘেরা অডেন্স শহর
ক্রুশবিদ্ধ জেসাসের শোক আজ প্রেরণা যোগায়
একে একে মুছে গেল দিনলিপির পাতা
দিনগুলো ঢেকে যায় আঁধারের ডাকে।

অডেন্স থেকে ঠাকুরগাও, কতদুর কতদুর ?
নিঃসঙ্গতায় শীতে উষ্ণ আমেজে বিরহীনী আঁখি,
বিনিদ্র রজনী শুধু দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
যায় যায় চলে যায় পূর্ণিমার চাঁদ,
একাদশী- অমাবস্যা তাও কেটে যায়।

চলে এসো অডেন্স নগরী আজ টাঙ্গনের তীরে
হ্যান্সের হাঁস আজ ভালবাসার বাহন।

অন্ধকারের ছায়া

আলোতে প্রতিবিম্ব মেলে
রৌদ্রোজ্বল শীতের সকালে
কিংবা আশ্বিনের পূর্ণিমাতে।
অন্ধকারের ছায়া খুঁজে পাই না
কায়াহীন ছায়া
অথবা কেবলই প্রতিবিম্ব।

আমি অন্ধকারে ছায়া খুঁজছি
আঁধারে নিকষ কালো আঁধারে
অনেক ছায়ার নাচন
একটি বারের জন্য
একটি ক্ষণের জন্য
একটি বেলার জন্য।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

আমাদের শৈশবের কানামাছি ভোঁ ভোঁ
অথবা ওপেনটি বায়োস্কোপ গুলো কোথায়?
হাডুডু কিংবা ডাংগুলি
দাঁড়িয়াবাঁধা অথবা কাবাডি
মার্বেল অথবা ঘুড়ি।
সেই সব উজ্বল দিনগুলো
বরষায় একটানা বরিষণে স্নান।
শবেবরাতের পূর্ণিমার রাতে মসজিদ ফাঁকি দিয়ে
সারারাত পথে পথে হৈ চৈ
ঈদের চাঁদ দেখে বাবার দে'য়া লাল শার্টের গন্ধ,
সংক্রান্তির মেলায় কাঠি লজেন্স আর গুড়ের জিলাপী
সারারাত আলপনা আঁকা।
দুর্গাপূজায় ঢোলের বাদ্য আর আরতির ঘন্টা
লক্ষী পূজায় অল্প শীতে ধামের গান।
সেই সব দিনগুলো আজ সত্যি সত্যি কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
সত্যেন, তুই কোথায়?
চোখ থেকে গামছাটা খুলে দে।
আমি সেই সব দিনগুলো প্রাণভরে উপভোগ করবো।

বিবেকহীন চেতনার রেলগাড়ী

বিবেকহীন চেতনার রেলগাড়ী
ইস্পাতের রাস্তায় ইস্পাতের বিবেকহীন রেলগাড়ী
পরশ্রীকাতর স্বার্থপর আর লোভী প্যাসেঞ্জার
নষ্টালজিয়ার স্বার্থহীন, দুরন্ত শৈশব
শীতের কুয়াশার বকুল ফুল
আশ্বিনের উজ্জ্বল ভোরে শিউলির উৎসব
বর্ষার রিমঝিম রিমঝিম দোলনচাঁপা
ভাঁটফুল, কামিনী, গন্ধরাজ, কাঁঠালী চাঁপার ঝাড়
সেমি পাকা টিনের ঘরের মেঝেতে শীতল পাটি
বিদ্যুত বিহিন তালপাখা আর বাতাসে কাঁপা লণ্ঠন।
এক ওম ওঠা গ্রীষ্মের বিকেলে গোখরোর ফনা
রেডিও'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অনুরোধের আসর
লোহার সেতু আর কাঁঠের সাঁকো
স্কুলের সময় জানতে পথচারীকে'এই যে কয়টা বাজে?'

সব কিছু ছাই-ভস্ম হয়ে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার
উড়োজাহাজ ওঠানামার এক ঘেঁয়ে শব্দ
বক্সার অথবা ভেসপা মোটর সাইকেল
দ্রুত প্যাডেল মেরে ফ্লাইং পিজিয়ন-মেড ইন চায়না

মাদলের সুর-আখের ক্ষেতে মিষ্টি রস
হাওয়াই মিঠাই অপেনটি বায়স্কোপ
গোল্লাছুটের সাথে বাতাবী লেবুর ফুটবল
একপোয়া চাল আর একটি ডিমের বনভোজন

কাঠি লজেন্স আর হজমী অলার মিশ্র আস্বাদ
দশ পয়শার লাল আইসক্রিম অথবা কেবলই আইস

ফুচকা কিংবা চটপটির নাম জানা নেই
হাতে বানানো সেমাই হালুয়া।

সবকিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ মেডিসিন
নতুন প্যাটেন্ট নিয়ে স্বার্থপরতার রেলগাড়ী
ইস্পাতের রাস্তায় অনন্তকালের গন্তব্যহীন যাত্রা।

কবরের গহ্বর থেকে উঠে আসা সাদাকালো স্বপ্নগুলো

কবরের গহ্বর থেকে উঠে আসা
সাদাকালো স্বপ্নগুলো রঙিন হয়।
লাল-নীল-বেগুনী হয়।
মাছের এ্যাকুরিয়ামের নানা রঙের মাছের মত।

আবারও মৃত বৃক্ষে সবুজ পাতা গজায়
আবারও রঙ চটা-পলেস্তরা খসা দালানে আলোর ঝলকানী ওঠে।
সুনসান নীরব পরিত্যক্ত নাচঘরে ঘুঙুরের শব্দ
অশ্বারোহীদের শকটের এক ঘেঁয়ে মুর্ছনা।

আসহাবে কাহাফের যুবকেরা জেগে ওঠে
জেগে ওঠে তাদের প্রিয়-বিশ্বস্থ কুকুরটিও
পৃথিবীর মানচিত্রে আবারও হলুদের প্রস্থান
সবুজের উৎসবে-মিছিলে সতেজ প্রাণ।

কোন একদিন প্রত্যাশার স্বপ্ন পূরণ
রমনার খোলা মাঠে কালি মন্দিরে সংকীর্তন,
পরিবিবির মাজারে রোশনাই আলো
বৃক্ষের বন্দনা এবং মানুষের প্রার্থনা সঙ্গীত।

মঙ্গার পাঁচালী

অনাহারের কষ্টগুলো
অনেক দিনের চেনা
শ্রমের বাজার শূন্য থাকে
বাড়ছে কর্জ দেনা
শ্রম বিক্রি, টিন বিক্রি
বিক্রি নাকের ফুল
জীবন জুড়ে কষ্ট শুধু
বেঁচে থাকাই ভুল।

ক্ষমতার স্বাদ-গন্ধপূর্ণ একটি আদর্শ রেসিপি

রান্নার জন্য প্রথমেই চাই চমৎকার উনুণ
লেলিহান শিখা যেন গণগনে কামারের হাপর
'ক্ষমতা' রান্নার জন্য প্রয়োজন 'লোভ' নামক উনুণ
জ্বালানী হিসাবে আদর্শ কূট পরামর্শ
'দই' এর জন্য যেমন তেঁতুলের লাকড়ি
ইট পোড়ানোর জন্য যেমন কয়লা
ক্ষমতার জন্যই ষড়যন্ত্র এবং ভাঙ্গন।

ক্ষমতার স্বাদ তো ঝাল-টক-মিষ্টির অপূর্ব সমন্বয়
ঝালের জন্য যেমন কাঁচালংকা
ক্ষমতার জন্য তেমন জিহ্বার ধার
তরবারীর মত, নাপিতের শানানো ক্ষুরের মত
কোরবানীর ছুরির মত ঝকঝকে, ঝিলিক দে'য়া জিহবা।

টকের জন্য যেমন কাঁচা আম কিংবা
তেঁতুলের মিশ্রন
ক্ষমতার জন্য তেমন চিৎকার, দাপট আর হুংকার
পাগলা ষাঁড়ের খুঁট ছেঁড়া হুংকার
কখনো প্রহরে প্রহরে শৃগালের চিংকার
অথবা বাড়ির নিকটে সারমেয়'র দাপট।

মিষ্টির জন্য কতই না আয়েশী আয়োজন
'চিনি' কিংবা আমস্বত্ব অথবা ঘন দুধের
সংমিশ্রন কখনো বা তালমিছরী অথবা পাটালী।
আহা, জিভে আসে জল ক্ষমতার মিষ্টিতে টাকায়।
টাকা অথবা রূপি কিংবা ডলার,
ইউরো অথবা পাউন্ড।

কারো কারো কাগজের নোটে রান্নায় আপত্তি
হীরা কিংবা জহরত, নিদেনপক্ষে শেয়ার
ক্ষমতার মিষ্টত্ব অনেক বাড়িয়ে দেয়।

মসলাপাতি ছাড়া গন্ধ বর্ণ ভাল হয় না আদৌ
তেজপাতা, দারুচিনি, কাজু বাদাম, গোলাপ জল,

জাফরান এমনকি আদা, রসুন, পেঁয়াজ কুচি
সব সব কিছুই বড় প্রয়োজন।
ক্ষমতার রান্নাতে মদ অথবা নারী
পানশালা, নৃত্যশালা
আহত কিংবা নিহত
বোমা অথবা এ কে-৪৭
সব সব কিছুই রান্নার স্বাদ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

মেধার রশ্মি ছড়ানো একজন সৃজনশীল উদ্যোগী মানুষ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তারুণ্যের দীপ্র সময়ে তিনি মানব কল্যাণের সুমহান চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সূচনা করেন এক নিবেদিত কর্মধারা। পাশাপাশি সক্রিয় ও মুখর থাকেন লেখালেখি ও গবেষণা কর্ম সহ সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডেও। তাঁর নিবেদিত কর্মধারা নানা জলধারার মতো বিস্তারিত হয়ে বারিসিক্ত করেছে উত্তর বাংলাদেশ সহ সমগ্র দেশকে। ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও যার নাম। বেসরকারি এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক তিনি।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১মে ঠাকুরগাও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার রাজবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনের সূচনা গ্রামের স্কুলে হলেও ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ড. জামান ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ও ২০১০ খ্রিস্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক। স্ত্রী সেলিমা আখতার সমাজকল্যাণ বিষয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন আর শিশুপুত্র শাশ্বত জামান দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

ড. জামান বর্তমানে তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

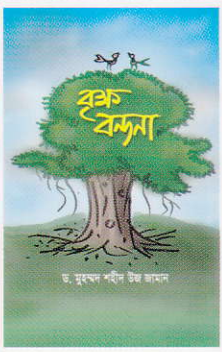

বৃক্ষ বন্দনা

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

মূল্য : ৮০

9 789843 325242